অমৃতকালের হিসেব-নিকেশ

পুনর্জিৎ রায়চৌধুরী

রীতি মেনেই পয়লা ফেব্রুয়ারি দেশের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ সংসদে পেশ করলেন ২০২৩-২৪ অর্থ বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেট। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটিই ছিল দ্বিতীয় মোদী সরকারের শেষ পূর্ণাঙ্গ বাজেট। বাজেট পেশ করতে উঠে অর্থমন্ত্রী জানালেন, এই বাজেট, যেটিকে 'ভিশন ফর অমৃতকাল' বলে অভিহিত করা হচ্ছে, তার 'ফোকাস'-এর ক্ষেত্র মূলত সাতটিঃ কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, একেবারে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াদের অবধি সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া, পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ, আস্থা-ভিত্তিক শাসন, পরিবেশবান্ধব প্রবৃদ্ধি, যুবশক্তি এবং আর্থিক ক্ষেত্র। ৮৭ মিনিটের বাজেট বক্তৃতায়, এই ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কিত এক গুচ্ছ নতুন পরিকল্পনার কথা শোনালেন অর্থমন্ত্রী।

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলির মধ্যে বাজেটে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সম্ভবত পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ। গত বছরের জুলাই মাসে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে জি-২০ দেশগুলির অর্থমন্ত্রী এবং শীর্ষ ব্যাঙ্কের গভর্নরদের বৈঠকে নির্মলা সীতারমণ স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন—ভারত সরকারের স্থির বিশ্বাস মূলধনী ব্যয়ই আর্থিক বৃদ্ধির অন্যতম রাস্তা। সেই বার্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ২০২৩-২৪ বাজেটে পরিকাঠামো ও বিনিয়োগ ক্ষেত্রে পরিকল্পনা জানাতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী জানালেন মূলধনী ব্যয় ৩৩% শতাংশ বৃদ্ধি করে ১০ লক্ষ কোটি টাকা করা হবে, যা ভারতের সামগ্রিক উৎপাদনের ৩.৩ শতাংশ (উল্লেখ্য, গত বছর মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছিল ৩৫%)। এই ব্যয় বৃদ্ধির ফল মূলত তিনটি মন্ত্রক পাবে—রেল, সড়ক পরিবহণ ও প্রতিরক্ষা। তাছাড়া মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধির একটি অংশ খরচ হবে কেন্দ্র রাজ্যগুলি তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে পঞ্চাশ বছরের জন্য বিনা সুদের ঋণ দিয়ে থাকা তার জন্যও। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ অর্থ ৭৬ হাজার কোটি টাকা (২০২২-২৩ অর্থবর্ষ) থেকে বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

মূলধনী ব্যয় অর্থাৎ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। শুধু তাই নয়, পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারি বিনিয়োগ বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহ জোগায় (যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় 'ক্রাউডিং ইন' বলা হয়)—তাই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয় পরোক্ষভাবেও। এর ফলে দেশের মানুষের হাতে অর্থ আসে, অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ে। এই জাতীয় বিনিয়োগের সুবিধা পেতে একটু সময় লাগে ঠিকই, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই এই ধরণের পদক্ষেপ, দেশীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার জন্য এবং যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার আশঙ্কায় বিধ্বস্ত বিশ্বের ওপর ভারতীয় অর্থনীতির নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য, একেবারে সঠিক।

পরিকাঠামো ও বিনিয়োগের পরেই যে ক্ষেত্রটিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণার নিরিখে দ্বিতীয় স্থানে ফেলা যায় সেটি নিঃসন্দেহে আর্থিক ক্ষেত্র। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে নতুন আয়কর ব্যবস্থার আওতায় থাকলে এখন থেকে সাত লক্ষ টাকা পর্যন্ত যাদের আয় তাদের কোনও আয়কর দিতে হবে না (আগে পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি আয় হলেই আয়কর দিতে হত)।

আয়কর কাঠামোর এই পরিবর্তনের ঘোষণার সঙ্গে নতুন আয়কর ব্যবস্থায় ৫০ হাজার টাকা 'স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান' চালু হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ অবশ্যই স্বাগত জানানোর মতো। কিন্তু নতুন আয়কর ব্যবস্থায় আয়কর দেন যারা, তাঁরা সঞ্চয় করেন না। তার কারণ সঞ্চয় বাবদ আয়করে কিছু ছাড় মেলে কেবল পুরনো আয়কর ব্যবস্থায়। ভয়ানক মুদ্রাস্ফীতির এ সময়ে, এই শ্রেণির মানুষদের খানিকটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য কি পুরোনো আয়কর কাঠামোতেও খানিকটা পরিবর্তন করা যেত না? আর শুধু স্বস্তি দেওয়াই বা বলছি কেন, এর ফলে মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতাও তো বৃদ্ধি পেত, যার ফলে অর্থনীতিতে বাড়ত বিনিয়োগ।

প্রত্যক্ষ কর কাঠামোয় পরিবর্তন আনার পাশাপাশি বাজেটে ডিনেচার্ড ইথাইল অ্যালকোহল, ক্রুড গ্লিসারিন, চিংড়ি মাছের খাবার উৎপাদনের উপাদান ইত্যাদির মতো বিবিধ কাঁচামালের ওপর আমদানি শুল্কের হারও কমানো হয়েছে। এর ফলে এই সমস্ত কাঁচামাল ব্যবহার করেন যে ব্যবসাগুলি সেগুলির সুবিধে হবে, বাড়তে পারে তাদের রফতানি করার ক্ষমতাও। তামার স্ক্র্যাপের ওপর কম হারে যে আমদানি শুল্ক লাগু আছে, সেই ব্যবস্থাতে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। এটা ক্ষুদ্র-ছোট-মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) জন্য অবশ্যই স্বস্তির খবর। আমদানি শুল্ক পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়েছে সেই সমস্ত মূলধনী পণ্য ও যন্ত্রপাতির ওপর যা প্রয়োজন হয় বৈদ্যুতিক যানবাহনে (ইভি) ব্যবহৃত লিথিয়াম আয়ন সেল ব্যাটারি উৎপাদনে, 'গ্রিন মোবিলিটি' অথবা পরিবেশবান্ধব গতিশীলতাকে উৎসাহ জোগাতে।

অনেকে বলছেন এ বারের বাজেটে পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আয়করে কিছু ছাড় ও শিল্পক্ষেত্রকে উৎসাহদান করতে গিয়ে সামাজিকক্ষেত্রে অনেকটা খরচ কমানো হয়েছে। সত্যিই কি তাই? এই প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলাটা মুশকিল। ২০২২-এ সামাজিক ক্ষেত্রে যা মোট ব্যয় হয়েছে (৮.৮৪ লক্ষ কোটি), এবারের বাজেটে সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য বরাদ্দ অর্থ তার থেকে বেশ কিছুটা কম (৮.২৮ লক্ষ কোটি)। শুধু তাই নয়, ২০০৯-এর পর থেকে ২০২২ পর্যন্ত, সামাজিক ক্ষেত্রের জন্য আর্থিক বরাদ্দ সামগ্রিক ব্যয়ের ২০ শতাংশের নিচে কোনোদিন না নামলেও, ২০২৩-২৪-এর বাজেটে সেই অঙ্কটা নেমে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে।

হিসেব করলে দেখা যাবে, ২০১৯-২০-র বাজেটের (অর্থাৎ কোভিড পূর্ববর্তী সময়ের বাজেট) তুলনায় ২০২৩-২৪-এর বাজেটে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে প্রকৃত অর্থ বরাদ্দ (২০১৯-২০-র দামে নির্ধারিত ২০২৩-২৪-এর অর্থ বরাদ্দের মূল্য) কমে গিয়েছে। সেগুলি হল সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প, স্বচ্ছ ভারত মিশন-গ্রামীণ, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন, মহাত্মা গাঁধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা যোজনা (বা মনরেগা) প্রকল্প এবং জাতীয় সামাজিক সাহায্য প্রকল্প। বস্তুত, মনরেগা প্রকল্পে তো অর্থ বরাদ্দ হ্রাস পেয়েছে গত বছরের তুলনায়ও এবং সেই হ্রাসের পরিমাণ প্রায় ৩৩ শতাংশ (উল্লেখ্য, আগের বছরের তুলনায় মনরেগায় বরাদ্দ কমে যাওয়ার নজির মনরেগার ইতিহাসে নেই)!

বাজেটে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রকল্পে বরাদ্দ কমা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, যা একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। মূল্যবৃদ্ধি, অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বেকারত্বের সমস্যায় দেশ আজ দারুণ ভাবে বিপর্যস্ত। এই রকম অন্ধকার সময়ে, সামাজিক প্রকল্পই গরিব মানুষের বল-ভরসা (বস্তুত, কোভিড কালে মনরেগার মতো প্রকল্প গরিব মানুষের বেঁচে থাকায় অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল বলে দেখা গেছে বহু গবেষণায়)। তাই এই প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ কমানো মানে গরিব মানুষের জীবন আরও দুর্বিষহ করে তোলা। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতে বাধ্য।

২০২৩-২৪-এর বাজেটকে অনেকে বলছেন 'স্টেয়িং অন দ্য কোর্স বাজেট' (অর্থাৎ অর্থনীতির চলার পথ অপরিবর্তিত রাখার বাজেট), কেউ কেউ বলছেন 'বাস্তববাদী বাজেট' কিংবা 'দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাজেট', কেউ আবার একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বলছেন 'বাজেট অফ মিসড্ অপরচুনিটিস' (অর্থাৎ সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারার বাজেট)। যেটা

অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ২০২৩-২৪-এর বাজেটকে যে যা-ই অ্যাখ্যা দিন না কেন, কেউ কিন্তু সেটিকে ‘পপুলিস্ট’ বা জনমোহিনী বলে আখ্যায়িত করছেন না কারণ জনমোহিনী হওয়ার জন্য বাজেটে যে ধরণের পরিকল্পনার ঘোষণা থাকা দরকার, তার প্রায় কিছুই এ বাজেটে নেই। এবং এটাই অত্যন্ত আশ্চর্যের! তার কারণ এ বছরের বাজেট পেশের আগে অনেক অর্থনীতিবিদ ধরেই নিয়েছিলেন যে যেহেতু ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বাজেটটির মাধ্যমে দ্বিতীয় মোদী সরকারের জনগণের মন জেতার শেষ সুযোগ, সেহেতু সেই সুযোগটা তারা পুরোপুরি কাজে লাগাবেন—২০২৩-২৪-এর বাজেট হবে অত্যন্ত জনমোহিনী!

প্রশ্ন হল, সেটা হল না কেন? এর দু’টো উত্তর হতে পারে। এক, ভারত আস্তে আস্তে পরিপক্ক গণতন্ত্রে পরিণত হচ্ছে যেখানে আর আর্থিক নীতি প্রণয়নের এক মাত্র উদ্দেশ্য কেবল নির্বাচনে জেতা নয়। দুই, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে জয় নিয়ে বিজেপি এতটাই নিশ্চিত যে জনমোহিনী বাজেট পেশ করে আর নতুন করে মানুষের মন জেতার প্রয়োজন তাদের নেই। নিন্দুকদের মতে প্রথম উত্তরটির তুলনায় দ্বিতীয় উত্তরটির সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। আর এই নিবন্ধকারের মতে? সেটা না হয় না-ই বা জানলেন!

দেশ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩